কমলার গান



# কমলার গান।

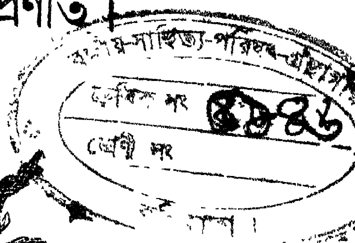
"খেলনা" এবং "খেলার ছবি" প্রণেতা

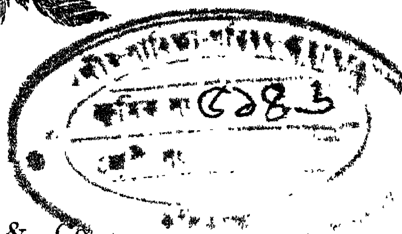
ও

সিটি কলেজিয়েট্ স্কুলের

শিক্ষক

শ্রীরসিকলাল দত্ত প্রণীত।

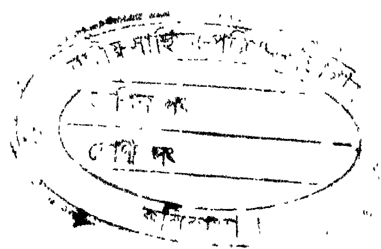




PUBLISHED
BY
BOSE, BISWAS & Co.
68, COLLEGE STREET,
Calcutta.
১৩৩২



মূল্য ।৴০ আনা।



PRINTED BY
NANI LALL DASS.
AT THE
ARYAN PRESS,
44 Amherst Street,
PUBLISHED BY
JATINDRA NATH BISWAS
FOR
BOSE BISWAS & Co.
68, College Street
Calcutta.

# ভূমিকা।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমি ছোট ছেলেদের জন্য দুইখানি বহি লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমার উদ্দেশ্য ছিল পড়া জিনিষটা মিষ্ট করিয়া ছেলেদের সম্মুখে উপস্থিত করা—অর্থাৎ ছেলে ভুলান। তাহার পরে জনৈক পুস্তক প্রকাশকের কথায় পুনরায় এই বহিখানি লিখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু চিন্তা-স্রোত আর সে পথে গেল না! ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে ইহা নিজের পথ বদলাইয়া ফেলিয়াছে! বহি খানিতে স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শিক্ষা প্রভৃতি উপেক্ষিত অথচ জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল, এবং সমাজের ও দেশের কথা আসিয়া পড়িয়াছে! ইহা দেখিয়া ভাবিলাম যে আমার মত ছেলেভুলান লেখকের পক্ষে এরূপ বহি লেখা অতি সাহসের কার্য্য হইয়াছে। তখন আমি বহি খানি আমার বন্ধু এবং আমাদের স্কুলের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়কে দেখাইলাম। তিনি বহি খানির প্রশংসা করিয়া ইহার একটি অবতরণিকা লিখিয়া দিবার নিমিত্ত আমাদের কলেজের বাংলা ভাষায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়কে অনুরোধ করিতে বলেন। অতঃপর কাব্যতীর্থ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার একটি অবতরণিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি ইহার যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ইহার আছে বলিয়া আমি কখনই আশা করি নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "'কমলার গানে' একটি অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হয়।" তাঁহার কিরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার কথায় আমার আশার সঞ্চার হইয়াছে যে 'কমলার গান' সাধারণের সু-দৃষ্টিতে পড়িবে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাকে এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায় মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি এল, বহিখানি আগা-গোড়া দেখিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটও ঋণী।

গ্রন্থকার—

# অবতরণিকা।

জীবনের প্রভাতে শিশুর নিকট যেন এক নূতন সূর্য্য প্রকৃতিকে তাহার মধুর কিরণে রঞ্জিত করিয়া হাসাইতে থাকে। তখন সে প্রত্যেক বস্তুতেই একটী মনোগ্রাহি নূতনত্ব, অভিনব বিস্ময় এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কয়জন কত দিন পারে? অধিকাংশের নিকটই অতি অল্প সময়ে সকল যেন পুরাতন হইয়া পড়ে। তাহার কারণ তাহারা সম্যক্ দেখিতে আঁখি মেলে না দূরে মন্দিরের চূড়া দেখিয়া দেবতা চিনে- অথবা বসন দেখিয়া রূপের ইয়ত্তা করে।

প্রকৃতির এই নূতনত্ব দেখিতে অনুসন্ধিৎসা ও একাগ্রতা চাই; আর চাই অভ্যাস ও অনুশীলন। ইহাতে উপদেষ্টা একটী আনুসঙ্গিক প্রধান সহায়। ইহার ফল জ্ঞান—মনের পরিপুষ্টতা. এবং দশের ও দেশের হিত-কল্পে একটী পুষ্ট মনের চিন্তা-প্রবাহ।

অভিনব বস্তু দর্শনে জ্ঞানলিপ্সুর মনে কত প্রশ্নেরই উদয় হয়। তখন সে সমগ্র জগতের নিকট আপনার প্রশ্ন-সমাধানের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তাহার উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়।

প্রকৃত উপদেষ্টা অতি বিরল। পিতা মাতা প্রভৃতি অনেকেই শিশুকে উপদেশ দেন; কিন্তু তাঁদের কয়জন যোগ্য উপদেষ্টা হইতে পারেন? কয়জনের লক্ষ্য স্থির থাকে? কয়জনই বা উপদেশ-পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করেন? আমাদের দেশে অনেক পিতা মাতা কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করাইয়া পুত্রের শিক্ষা এবং রন্ধন ও গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্যে পটু করিয়া কন্যার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরূপে শিক্ষা কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ইহাতে জগতের অধিকাংশ বস্তুই তাহাদের দৃষ্টি এবং শ্রুতির অগোচর থাকিয়া নিবিড় তমসাবৃত থাকে।

কমলার শিক্ষা এরূপ নয়। গ্রন্থকার তাহাকে স্বভাব-গ্রাহি মন এবং স্থির লক্ষ্য ও উপায়দর্শী উপদেষ্টা দিয়াছেন। তাহার মন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যো-পভোগে মগ্ন। পুস্তকার্জ্জিত বিদ্যা হইতেও সে বঞ্চিত নহে। কর্ম্মবীরের

অলৌকিক পটুত্ব এবং অসাধারণ ক্ষমতাও তাহার অপরিচিত নহে। দৃষ্টান্ত শিক্ষা দানের প্রধান উপায়। ইংরেজ নাবিকের দৃষ্টান্তে সে পরাধীনতার ক্লেশ বুঝিতে পারিল। কারামুক্ত পারাবত কমলাকে ছাড়িয়া উড়িয়া যায় না কেন?—এ বড় বিষম সমস্যা। চীন দেশীয় বন্দীর দৃষ্টান্ত এ সমস্যা দূর করিল।

শিক্ষার অন্যতম উপায় আদর্শ। নিজ সমাজের কুপ্রথা সমূহ কিরূপে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা শিখাইতে 'জাপ রমনী'গণের আদর্শ সংস্থাপিত হইল—তাহাদের শিল্প, বিজ্ঞান, উদ্যমশীলতা, রীতি, নীতি এবং কার্য্যকলাপ 'কমলার গানে' কথঞ্চিৎ বর্ণিত আছে।

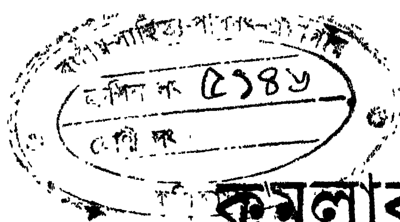
'কমলার গানে' একটী অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক বালিকাই যাহাতে কমলা হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে পারে তজ্জন্যই বোধ হয় 'কমলার গানের' উৎপত্তি।

অধ্যাপক—

শ্রীসতীশ চন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সিটি কলেজ, কলিকাতা।





# কমলার গান।

## কমলার স্বভাব।

কমলা এখন একটী ছোট মেয়ে। তাহাদের বাড়ী সহর হইতে দূরে একটী নির্জ্জন বাগানে। তাহাদের বাগান ঘেঁসিয়া একটী রেল-পথ গিয়াছে। উচু রেল-পথের ঢালু ধার সবুজ ঘাসে ঢাকা ছোট পাহাড়ের ধার বলিয়া মনে হয়। তাহাদের বাগানে কুল গাছ, পেয়ারা গাছ, বেল গাছ, আম গাছ আর অনেক লেবু ও কলা গাছ আছে। তাই তাহাদের বাড়ীতে তাহার মামার বাড়ী ও মাসীর বাড়ী হইতে ছেলে মেয়েরা গিয়া খুব আনন্দ করে। অন্য লোকের সহিত তাহাদের বড় সংস্রব নাই; কারণ তাহার বাবা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও বাড়ীতে যান না। তিনি বলেন, "লোকের সহিত বেশী মেসামিসি করিলে কেবল কাজের ক্ষতি।"

তাহাদের বাড়ীতে আছে দুটী খোকা, একটী মালী, কয়েকটী ছাগল, আর মোজার একটী কারখানা. মোজার কলে পাড়ার কয়েকটী বিধবা মেয়ে কাজ করে। কমলা তাহাদের গুরু।

সহুরে মেয়েদের হিসাবে কমলা একটা "জঙ্গলি"। তাহাদের মন্তব্যের প্রথম অজুহৎ * এই যে সে এখনও স্কুলে

---

* অজুহৎ (কারণ) পার্শি কথা। ইহা সর্ব্বদা আদালতে ব্যবহার হয়।

না গিয়া কেবল তাহার বাবার কাছে পড়ে আর জঙ্গলে থাকিয়া ভোরের বেলায় পাহাড়ি মেয়েদের মত ছাগল-দুধ দোয় ও ছাগল্‌গুলিকে খাওয়ায়।

দ্বিতীয় অজুহৎ এই যে সে কাহারও কাছে সঙ্কুচিত হয় না, এবং সকলকার সাম্‌নেই বাগানে ও রেলের রাস্তার ধার দিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহার বাবা যখন বিকাল বেলায় ছাগল গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া রেলের রাস্তার ঢালুর মাথায় বসিয়া হাওয়া খান তখন সে নিজের মনে বৃত্রসংহার বা মেঘনাদ বধ কাব্যের কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে লাইনের তার ধরিয়া দৌড়িয়া বেড়ায়, আর এক এক বার তাহার বাবার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কোন কোন কথার মানে বুঝিয়া লয়।

তৃতীয় অজুহৎ এই যে সে বড় বাপ-আদুরে মেয়ে। তাহার বাবা যখন সন্ধ্যার পরে বাহিরে ঘাসের উপর আরাম চেয়ারে বসেন, তখন সে গিয়া বাবার কোলের মধ্যে বসিয়া আকাশ দেখে, আর কোন তারায় জ্যামিতির কি ত্রিভুজ হইয়াছে, ছায়া-পথ কোথা দিয়া কি ভাবে গিয়াছে, এই সকল তাহার বাবাকে দেখায়। প্রায় ১২ বৎসরের মেয়ে হইয়াও তাহার কিছুতে সঙ্কোচ নাই। গহনা কাপড় চোপড়ের মর্ম্ম সে আদৌ জানে না। সে জানে কেবল তাহার বাবাকে, মাকে, আর ছোট ভাই দু'টিকে। আকাশ, চন্দ্র, তারা, ফুল, লতা, পাতা, ছাগল ছানা, পায়রা এই সকল লইয়াই তার আমোদ।

এই রকমের অপরাধ কমলার অনেক। ইহার জন্য তাহার বাবাও কতকটা অপরাধী। তাহার বাবা বলেন "স্বভাব-জাত বস্তুর সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে, এবং স্বভাবের মধ্যে ভগবানের সৃষ্টিকৌশলের বিষয় চিন্তা করিতে যে শিক্ষা ও অভ্যাস করে, সংসারে কেবল সে-ই সর্ব্বদা আনন্দ ভোগে সমর্থ। সভ্যতার চাকচিক্যে এবং অর্থ-লব্ধ ভোগবিলাসে সুখের অনুসন্ধান করিলে মানুষকে সর্ব্বদাই নিরাশ হইতে হয়। ইহাতে মানুষ সমাজের উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াও আপনার অনন্ত দারিদ্র্য অনুভব করে, এবং দেখিতে পায় যে সুখ আলেয়ার আলোকের ন্যায় ক্রমে দূরে পলায়ন করে ও অশান্তি তাহার মনে নানা ছলে আপনার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে।" এই জন্য তিনি মেয়েকে স্বভাবের শোভায় আনন্দ অনুভব করিতে শিখাইয়াছেন। তাই কমলা কাপড় ও গহনার মর্ম্ম জানে না।

কমলার ছোট ভাইটির নাম বুল্‌বুল্। বুল্‌বুল্ তাহার সহিত বড় দুষ্টামি করে। তাই বুল্‌বুলের সহিত তাহার সময় সময় ঝগড়া লাগে। একদিন বিকাল বেলায় কমলা ফুল-বাগানে ফুল পাতার তোড়া করিতেছে এমন সময় বুল্‌বুল্ একটা খেলনা হাতে করিয়া আসিয়া "দিদি-ই-ই" বলিয়া ডাকিল। কমলা অমনি ফুলের তোড়া হাতে করিয়া ভাইটির কাছে ছুটিয়া গেল।

বুল্‌বুল্ দুষ্টামি করিয়া হাতের খেলনায় তাল দিতে দিতে এই গান করিতে লাগিল।

# বুল্‌বুলের গান।

সাজ হয়েছে খুব যে ওগো,
ফুল বাগানের রাণী!
ঢেউ খেলান চুল গুলি সব
(নাইকো তায় বেণী),
পিঠের উপর দুলে দুলে,
কর্‌ছে কিবা খেলা!
বেল চামেলি নানা ফুলের
মিলেছে কিবা মেলা!
শিউলি কত হীরার মত
জড়িয়ে আছে গায়,
ভুঁই-চাঁপা আর দুলাল-চাঁপা
পড়ে রয়েছে পায়!
রাণীর সখী লতা পাতা
দুলে দুলে কয় কথা!
গাছ গুলি সব খাড়া সেপাই,
উচু করি মাথা!
কে তোমারে সাজিয়ে দিল
এমন করে আজ?
রাগ ক'রো না, ঠিক হয়েছে
বিয়ের কনের সাজ।



ফুল বাগানের রাণী ।

কমলা অমনি ছানা-বাঘিনীর মত ছুটে গিয়ে বুল্‌বুলের হাত দু'খানি চেপে ধ'রে বলিল।—

"দুষ্টু ছেলে! দুষ্টু ছেলে!
ঠাট্টা দিদির সাথে!
এর ফল তুই বাবার কাছে,
পাবি হাতে হাতে।
চল্ এখনি বাবার কাছে,
বাবার কাছে চল্।
নয়ত ভালো আপন হাতে
আপন কাণ মল্।"

বুল্‌বুল্ ভয় পেয়ে বলিতে লাগিল।—

"না—না—না, যাবনা দিদি,
ম'লছি দু'টি কাণ,
ক'রব না আর এমন কাজ,
গাইব নাকো গান।"

কমলা তখন ভাইটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"খবরদার আর কখনও "দিদিকে" ঠাট্টা ক'রবি না। ভাল ছেলে হ'লে খুব ভালবা'সব আর যা চাইবি দেব।

বুল্‌বুল্—"না দিদি, আর তোমাকে রাগা'ব না। তুমি আমাকে এক দিন উইলিয়ম্-টেলের গান শোনা'বে ব'লেছিলে, তা' আজ শোনা'বে কি?

কমলা—আচ্ছা, ব'স্; এখনি শোনা'ব। আর দুষ্টমি করিস্ না। পারিস্ ত আমার সাথে গান করিস।

---

## উ'লিয়ম্ টেল্।

স্থইজ্ দেশে উ'লিয়ম্ টেল্
করে চাষার কাজ,
বাহাদুর সে যেমন বটে,
তেমনি তীরন্দাজ।
চাকৃরিতে তার নাইকো মন
নাম সে নাকো চায়,
রাজা উজির কারও কাছে
তাই সে নাকো যায়।
গাই বাছুরে ষাঁড় বলদে,
হয়েছে তার শত,
হাঁস মুরগী ছাগল ভেড়া,
আছে ক্ষেত কত।
গাছের উপর গাছ উঠেছে
পাহাড় গুলির পাশে,
মাঝে মাঝে তার সমান জমি
ভরা সবুজ ঘাসে।
গাই বাছুর ও ছাগল-ছানা
চ'রছে সেথা শত

## কমলার গান।

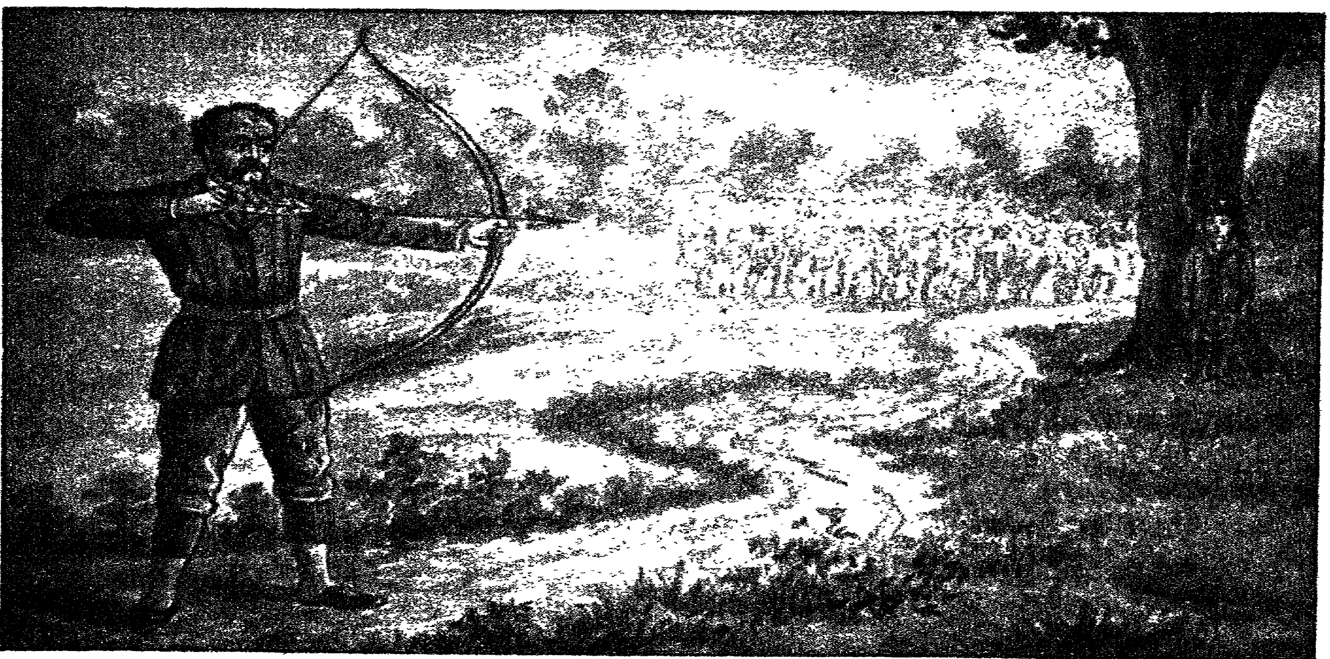
আনন্দে কি খে'লছে তারা
বলব আমি কত ?
বাছুর কোলে চ'রছে গাই
দুধে পালান ভরা,
হাম্বা রবে ছু'টছে যেমন
হ'চ্ছে বাছুর হারা।
তাড়াক্ তাড়াক্ বাছুর গুলি
ছু'টছে হেথা সেথা,
মায়ের কাছে আসছে ফের
নেড়ে, নেড়ে, মাথা।
ছাগল-ছানা দু'পায় উঠে
ঘাড়টি বাঁকা ক'রে।
ধপ্ ক'রে ফের আছাড় খেয়ে
দম্-ফাটা ছুট্ মারে।
কাউকে কাছে দেখ্‌লে বসা
পা তুলে দেয় গায়
চাপড় খেয়ে দুই চা'র পা
পালিয়ে দূরে যায়।
এঁকে বেঁকে লতিয়ে উঠে
ক্ষেতে আঙ্গুর লতা,
পূজে "টেলে" বরষি কত
ফল, ফুল, পাতা।

ফুলের গোছা ফলের থোকা
থরে—থরে—থরে,
গন্ধ-মাখা বাতাস দিয়ে
সদা পূজে তারে।
গমের ক্ষেতে গমের গাছ
হাজার হাজার মিলে
ঢেউ খেলিয়ে ঢেউ খেলিয়ে
নমে দুলে, দুলে।
কোথাও আবার ছোট গাছ
মাথায় করে শীষ
দাঁড়িয়ে থাকে ওম্‌রা হেন
পরিয়া উষ্ণীষ।
আপন ক্ষেতে আপন মাঠে
আপন মনে খেলে,
আ মরি কি! এমন সুখ
রাজার কভু মিলে?
"জিলার"* নামে বিদেশী এক
নূতন শাসন-কারী,
সুইজ্ দেশে ক'রল এসে
কঠোর শাসন জারি

* জেস্‌লার।

নগর মাঝে আপনি খুঁজে
প্রধান হাট দে'খে,
মাথার টুপি পথের ধারে
দিল সেথায় রেখে।
হাটের পথে যে জন যাবে
টুপি খুলে যাবে
মান্‌বে না যে হুকুম্‌ সেই
বিষম সাজা পাবে।
দৈব যোগে উ'লিয়ম টেল্‌
সে পথ দিয়ে যায়,
টুপি খুলে সেলাম দিতে
কোন দিকে না চায়।
অমনি তারে খাড়া সেপাই
ধ'রে নিয়ে গেল,
এক নিমিষে "জিলার" এই
বিচার ক'রে দিল।
"মাঠে নে' যাও বেয়াদব্‌কে
বেঁধে হাতে গলে,
হাজির কর খুঁজে উহার
ছয় বছুরে ছেলে।
ঢেঁড়া মেরে দেও দেখ্‌বে এসে
বেয়াদবের দল,

ছেলের মাথায় বসিয়ে দেবে
ছোট এক্‌টা ফল।
তার পরে তায় দাঁড় করাবে
এক শ গজ দূরে,
বেয়াদবকে বিঁধতে হ'বে
সে ফল তার তীরে।"
হুকুম শুনে উ'লিয়মের
বুক দুড়্ দুড়্ করে,
ভ'য়তে ছেলে চম্‌কে উঠে
যদি বা মরে তীরে।
"ন'ড়ব নাকো, ঠিক দাঁড়া'ব
ভাবনা কিসের তরে?"
ব'ল্লে খোকা দুলে দুলে
বাপের গলা ধ'রে।
ঠিক দাঁড়া'ব দেখবে বাবা!
কিছুই ভে'ব না,
বীরের বেটা আমিও বীর
তাও কি জান না?"
বচন শুনে বীরের প্রাণে
নূতন বল এল,
ছেলেটি ছেড়ে ধীরে ধীরে
ধনুক হাতে নিল।



তুলি শির ধীরে বীর জুড়িল শর চাপে
"কি যেন হয়" ভেবে সবাই থর-থর-থর কাঁপে।

অম্‌নি খোকা দৌড়ে গিয়ে
আপন থানে* খাড়া,
চোখটি বোজা হাতটি সোজা
নাইকো কোন সাড়া।
অযুত লোক দাঁড়িয়ে কারো
কথাটি নাই মুখে,
পা নাড়েনা শ্বাস ফেলেনা
পলক নাই চ'খে।
ধনুক হাতে উ'লিয়ম্ টেল্
ধীর ও গম্ভীর,
ভগবানকে স্মরণ করি
হ'ল নত শির।
তুলি শির ধীরে বীর
জুতিল শর চাপে,
"কি যেন হয়" ভেবে সবাই
থর-থর-থর কাঁপে।
"কখন যেন ছুটে তীর
কখন যেন ছুটে,
হায়! হায়! হায়! বাছার প্রাণ
কখন যেন টুটে!"
কড়াৎ ক'রে শব্দ হ'ল
চম্‌কে সবার প্রাণ,

* থানে—স্থানে।

সাম্‌লে দেখে ভুঁইতে প'ড়ে
ফলটি তুই খান।
অমনি খোকা দৌড়ে এসে
বাপের গলা ধরে,
উ'লিয়মের চখের জল
ঝর্‌-ঝর্‌-ঝর্‌ ঝরে।
"জয়-জয়-জয়" হুঙ্কারিয়ে
অযুত লোক ধায়,
"হুরে! হুরে!" হুঙ্কারেতে
গগন ফেটে যায়।
"হুরে! হুরে!" হুঙ্কারেতে
আকাশ পাতাল ভরে,
জিলার স্থধু নিরাশ হ'য়ে
দাঁত কিড়্‌-মিড়্‌ করে।
উ'লিয়মের কোমর-বঁধে*
দে'খে অপর তীর
প্রাণের ভয়ে দুষ্ট পাপীর
মন হ'ল অস্থির।
চ'খ রাঙ্গিয়ে গাল ফুলিয়ে
বলে রাগের ভরে,
"বেয়াদব তোর অন্য তীর
কাছে কিসের তরে?"

---

* কোমর-বঁধে=কোমর-বন্ধে।

টল্-মল্-টল্ দামোদরের *
বাঁধ যেমন ছুটে,
উ'লিয়মের ধৈর্য্য তেমন
ধমক শুনে টুটে।
গ'র্জ্জে উঠে সিংহ সম
ব'ল্লে তারে বীর
"ম'রলে ছেলে তোর কপালে
ফু'টত এই তীর।"
বচন শুনে জিলার প্রাণে
বিষম ভয় পায়
উ'লিয়মকে ধ'রে নিয়ে
হ্রদের পারে যায়।
শক্ত ডোরে বেঁধে তারে
নৌকাতে লয় বলে
প্রাণের ভয়ে মাল্লারা সব
নৌকা বেয়ে চলে।
মাঝ হ্রদেতে গিয়ে নৌকা
প'ড়ে বিষম ঝড়ে,
ডুবু ডুবু না' দেখে সবার
পরাণ গেল উড়ে।

---

* দামোদর নদ বর্দ্ধমান জেলায়। ইংরাজী ১৯১৩ সালে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহার কথা ১০ বৎসরেও কোনও বাঙ্গালী ভুলিবে না।

তুফান ভরে একবার না'
আকাশ পানে উঠে,
আর বার ফের তীরের মত
পাতাল দিকে ছুটে।
জিলার যেন বলির পাঁঠা
থর-থর-থর কাঁপে,
মাল্লারা সব আপন আপন
ইষ্ট নাম জপে।
কি উচু ঢেউ! পাহাড় যেন
হাজার মুখে আসে!
জিলার ভাবে, "এই বুঝি বা
লয় আমারে গ্রাসে!
থর-থর-থর কাঁপে জিলার
তাকায় আশ পাশ,
মাঝি বলে "দে'খছ কি আর?
ছাড়ো প্রাণের আশ।
টেল্ আসিয়া ধরুক হা'ল
শীঘ্র ছাড়ো তারে,
টেলের মত মাঝি আর
নাই কেহ সংসারে।"
ঝাঁপরে প'ড়ে দম্ভ ছেড়ে
জিলার তারে খুলে,

অমনি টেল্ ধ'রে হা'ল
"সামাল সামাল" বলে।
"সমান ভাবে ফে'লবে দাঁড়
বেতাল—ফে'ল—না,
ঢেউ কাটিয়ে ল'ব কুলে না'
নাই কোন ভাবনা।
ছই খানাকে ভেঙ্গে ফেল,
ফেল নায়ের খোলে,
ঠিক হয়ে সব খোলে ব'স,
নাও যেন না টলে।"
ডান হ'তে ঢেউ আস্‌লে নাও
বাঁ দিকেতে ফেরে,
না' নিয়ে ঢেউ মাথার পরে
ছুটে চ'লে যায় দূরে।
বাঁ দিক হ'তে আ'সছে ঢেউ
যেমন টেল্ দেখে,
ডান দিকে সে এক নিমেষে
নাও ঘুরিয়ে রাখে।
কখন উচু কখন নীচু
দুলে—দুলে—দুলে
কৌশলে সব তুফান কেটে
নাও নিল সে কুলে।

হঠাৎ একটা পাহাড় পেয়ে
এক লাফে তায় পড়ে,
নৌকাতে এক ধাক্কা মেরে
ছু'টল উভ রড়ে।
ধর্-ধর্-ধর্ ব'লে সকলে
টেলের পিছে ধায়
রাগের ভরে পাগল হেন
জিলার আগে যায়।
খানিক ছুটে ধনুক হাতে
ফিরে দাঁড়া'ল বীর,
জিলার পানে নিরীক ক'রে
ছু'ড়ল সেই তীর।
লা'গল বুকে বিষম তীর
জিলার হ'ল সায়,
সঙ্গীরা সব ছু'টে পালা'ল
কেউ না ফিরে চায়।

উইলিয়মের শেষকালে কি হইল তাহা বুল্‌বুল জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে কমলা বলিল—"ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিয়া যখন আমরা সুইজ্ দেশের ইতিহাস পড়িব তখন সব জানিতে পারিব। সুইজার্‌লণ্ড্ এখন ইউরোপের একটী স্বাধীন রাজ্য। তথা হইতে আমাদের দেশে ঘড়ি এবং টিনের দুধ আমদানি হয়।"

# পায়রা।

কমলা পায়রা পোষে। সেরাজু, পরপাঁউ, লক্কা, মুখ্‌খী প্রভৃতি সমস্ত ভাল ভাল পায়রাই তাহার আছে। কিন্তু সে অনেক পায়রার নাম আপনার মতলব মত রাখিয়াছে। লোকের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকল কাজেই সে কিছু কিছু স্বাধীনতার স্বাদ লয়। পরপাঁউ পায়রা সুন্দর নাচে বলিয়া সে তাহাদের নাম রাখিয়াছে নটন পায়রা। আর লক্কার নাম সে রাখিয়াছে ছুটন পায়রা। পায়রা গুলিকে সে বড় ভাল বাসে। একদিন একখানি ইংরাজি বহিতে সে এই গল্পটী পড়িল।

বহুদিন পূর্ব্বে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। তখন সময় সময় অনেক ইংরেজ ফরাসীদিগের কারাগারে বন্দী থাকিত। যুদ্ধ অন্তে, একজন কারামুক্ত ইংরেজ নাবিক লণ্ডনের কোনও রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে একজন পক্ষীবিক্রেতা একখানি খাঁচায় অনেকগুলি সুন্দর পাখী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নাবিকের তখন কারাগারের সমস্ত দুঃখ মনে পড়িল। সে খাঁচাখানি কিনিয়া লইয়া পাখীগুলিকে এক একটী করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল। রাস্তার লোক অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। পক্ষী বিক্রেতা তাহাকে পাগল মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সমস্ত পাখী উড়াইয়া দিয়া আপন মনে চলিয়া গেল।

গল্পটী পড়িয়া কমলার মনে পড়িল যে, সে তাহার প্রিয় পায়রা গুলিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বড় লজ্জা হইল। অমনি সে পায়রার ঘরে গিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিতে লাগিল আর এইরূপ গান করিতে লাগিল।

যা সেরাজু, উড়ে চ'লে যা,
উ'ড়ে চ'লে যা আজ,
রেখে তোদের বন্দী ক'রে
হ'চ্ছে আমার লাজ।
ছেড়ে দিয়েছি, যা'সনা তবু
উ'ড়ে উ'ড়ে উ'ড়ে!
বন্দি খানায় থেকে হায়!
হয়ে গিয়েছ কুড়ে!
যারে আমার পায়রা নটন,
তুই উ'ড়ে যা ছুটে;
না'চগে আজ মনের সাধে
ঘাটে মাঠে গোঠে।
নেচে নেচে আপন মনে
আকাশ দিয়ে চল্।
ফিরিস্ কেন? বুঝেছি আমি,
তোরও গে'ছে বল!
দেখি এখন পায়রা ছুটন
তোর আছে কি বল;



যা সেরাজু, উ'ড়ে চ'লে যা,

উ'ড়ে চ'লে যা আজ।

ডিগ্‌বাজীতে ছুটে ছুটে
তুই আকাশে চল।
মুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ
মুক্ত আপন মন,
নিলাজ হয়ে হ'রেছি আমি
তোদের এমন ধন!

পায়রা গুলির একটীও উড়ে গেল না। সকলেই ফি'রে এসে কমলার হাতে, মাথায় ও মাটিতে, তার পায়ের কাছে ব'সল। তখন সে অগত্যা তাহাদিগকে আবার ঘরে বন্ধ ক'রে তার বাবার কাছে গিয়ে এইরূপ ব'লতে লা'গল।

শোনো গো বাবা শোনো গো বাবা
অদ্ভুত এক কথা,
পায়রা পুষে আমার মনে
লেগেছে বড় ব্যথা।
মুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ
মুক্ত আপন মন,
নিলাজ হয়ে হরেছি আমি
তাদের এমন ধন।
তাইতে আজ বিকাল বেলায়
গেলাম তাদের ঘরে,
দুয়ার খুলে দিলাম তাদের
উড়ে যাবার তরে।

লঙ্কা নিলাম, মুখ্‌খী নিলাম
নিলাম পরপাঁউ,
সকলকে ছেড়ে দিলাম
উড়ে গেল না কেউ!
মুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ
মুক্ত আপন মন,
কেন গো বাবা, এরা সকলে
ছা'ড়ল এমন ধন?

---

## চীন দেশীয় এক বন্দীর কথা

কমলার বাবা একটু চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

অতি বড় গভীর কথা
জিজ্ঞাসিলে আজ,
অদ্ভূত যা দেখলে তাহা
অভ্যাসের কাজ।
চীন দেশে এক কারা ছিল
শুন তার কথা,
বন্দী কত আঁধার ঘরে
দিন কাটা'ত তথা।
একদা এক বিষম দোষী
দণ্ড বিষম পায়,
যৌবনে পা দিতে না দিতে
সেই কারাতে যায়।

খায় আঁধারে শোয় আঁধারে
বসে আঁধার ঘরে,
দিবাকর বা নিশাকর
কেউ দেখেনা তারে।
বন্ধ বাতাস বন্ধ আকাশ ;
বাঁধা খোরাক খায় ;
এই রকমে তিন কাল তার
কারায় কেটে যায়।
দাঁত প'ড়ল চুল পা'কল
চ'খের জোর গেল,
তখন তারে খালাস দিতে
রাজার হুকুম এ'ল।
হুকুম পেয়ে খাড়া সেপাই
বাইরে আনে তারে,
কি অদ্ভুত ! দিনের আলো
সইতে না সে পারে।
বন্দী বলে "হেথা আমার
প্রাণ আই ঢাই করে,
শীঘ্র মোরে নিয়ে চল
সেই আঁধার ঘরে।"
মুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ
মুক্ত আপন মন,
দেখ মানুষ কু অভ্যাসে
চায় না এমন ধন।

কমলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "তা হ'লে মানুষেরও এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে ?"

তাহার বাবা উত্তর করিলেন "হাঁ, অভ্যাস অধিক দিনের হইলে তাহা স্বভাবকে পরাস্ত করিয়া স্বাভাবিক শক্তি পর্য্যন্ত খর্ব্ব করে; যে পায়রা গুলির ভীরুতা ও নির্ব্বুদ্ধিতায় আজ তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ, উহারা যাহাদের বংশ-ধর, তাহারা এক কালে লক্ষ লক্ষ একত্রে ঝাঁক বাঁধিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছে; এবং তাহাদের উপদ্রবে সুদূর বিস্তৃত বনভূমি পর্য্যন্ত উৎসন্ন হইয়াছে।

বহুকাল বন্দি-খানায় থাকিয়া আমাদের দেশের নারীগণের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা এই গল্পটী পড়িয়া অনেকটা বুঝিতে পারিবে। ইহা কোনও সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

---

## এক বেহিসাবীর কথা।

এক যে ছিল বেহিসাবী
কানাই নাম তার,
চাকরিতে সে পায় যা' তাতে
নিজের চলা ভার।
আজ এখানে কাল ওখানে
চাকরি হয়, যায়,
রাজা উজির কভু সে মারে
কভু ফকির হয়।
সহর তলিতে বেঁধে এক
ছোট্ট টিনের ঘর,
সাধ হ'ল তার দ্বিতীয় বার
হ'বে বিয়ের বর।
হিতৈষী এক বন্ধু ছিলেন
বাড়ীর কাছে তার,

"ক'রোনাকো এমন কাজ"
বলেন বার বার।
"অমন কথা ব'লবেন না
কভু মহাশয়,
বিনা বিয়ে বংশ মোর
রক্ষা কিসে হয়?"
এতেক ব'লে চাকৃরি ফেলে
গাঁয়ে কানাই গেল
দু'মাস পরে এক বিধবার
মেয়ে নিয়ে এ'ল।
এক মাসেতে দু'মাস হ'তে
চাকৃরিটী তার গেল.
বেহিসাবীর যে দশা হয়
তাই তার হ'ল।
কভু এরূপ চাক্‌রি যায়
কভু আবার জুটে'
এই রকমে বছর নয়
কষ্টে গেল কেটে।
ভার্য্যার এখন পূর্ণ বয়স
তেজ নাই তার মুখে,
স্বামীর মুখে রক্ত উঠে
দিন কাটিছে দুখে।
বছর খানেক পরে কানাই
আরাম কতক হয়,
চ'লবে কিসে সেই ভাবনা
জীর্ণ করে তায়

দেখে হিতৈষী বলেন "ওহে
কথা একটা শুন,
সুস্থ সবল ভার্য্যা তোমার
বুদ্ধিতে নয় উন।
লেখা পড়া শি'খতে যদি
যায় সে কিছু দূরে
টাকা কড়ির বন্দোবস্ত
আমি দেব করে।"
তা' হ'লে তার তরে তোমার
চিন্তা কতক যাবে,
দুই বছরে নিজের পায়ে
নিজেই খাড়া হ'বে।
ভা'র না হ'য়ে হবে যারা
সহায় অসময়,
হায়! এদেশে শক্তি তাদের
হ'চ্ছে অপচয়!
ভার্য্যা শুনে বলে "এমন
কে শুনেছে কবে?
মেয়ে মানুষ প'ড়তে যাবে
অন্দরে না রবে! *
এখন আমি লেখা পড়া
শি'খতে যদি যাই
অতি বেজার হবেন আমার
বড় মামীর ভাই।

---

* পায়ের পাতা খুব ছোট না হ'লে চীনের নারী সুন্দরী বলিয়া গণ্য হয় না। তজ্জন্য তাহারা শিশু কাল হইতে পা বাঁধিয়া বাঁধিয়া পায়ের পাতা এত ছোট

পিসীর দেওর আজ বাদে কাল
মেয়ে দেবেন দানে,
প'ড়তে আমি গেলে তিনি
খাটো হ'বেন মানে।
না হয় আমি জ্ঞাতির বাড়ী
রান্না করে খাবো,
তাই ব'লে কি মান খোয়া'য়ে
প'ড়তে এখন যাবো ?"

গল্প শুনিয়া কমলা বলিল "বাবা তোমার সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে এরূপ মেয়ে কি বেশী আছে ?' কমলার বাবা বলিতে লাগিলেন—

হাঁ কমলা, প্রায় সকলি,
ব'লতে লাগে প্রাণে,
শিক্ষাহীন, বুদ্ধিহীন,
পূর্ণ অভিমানে।
সংখ্যা তা'দের যে সব মেয়ে
শিক্ষা এখন পায়,

---

করে যে চীনা সুন্দরীগণ এঘর ওঘর করিতেও স্বচ্ছন্দে পারে না। তবু ও চীনা প্রবীণাদিগকে তাহাদের ছোট মেয়ে বেচারীদের পা খোলা রাখিতে বলিলে অনেকেই এইরূপ বলিবে,—

"ব'লছ কি গো! এমন কথা
কে শুনেছ কবে ?
না বেঁধে পা মেয়ের কিনা
মস্ত বড় হ'বে !
বড় পায়ে সহজে মেয়ে
হেতা সেথা যাবে ?"

শতকরা এক হ'তে কেবল
কিছু অধিক হয়। *
সহরে থেকে জান না কাকে
'দানে দেয়া' ব'লে,
'কুল রক্ষা' করে কেমনে
কায়স্থের ছেলে।
কুলীনের বড় ছেলেকে
কুল রক্ষা তরে,
আ'নতে হয় কুলীনের
মেয়ে বিয়ে ক'রে।
দু'বছর বা পাঁচ বছরের
তা'তে ক্ষতি নাই,
মেয়ের সুধু ঘর মেলা আর
পর্য্যে মেলা চাই।
বয়স হ'লে লোকে মেয়ের
মূল্য বেশী ধরে
তাইতে ছোট এনে শেষে
আন্তরস † করে।

---

* গত সেন্সাস রিপোর্টে (census report এ) দেখা যায় যে আমাদের দেশে প্রতি ৯১টী মেয়ের মধ্যে একটী মাত্র মেয়ে শিক্ষা পায়।

† ধার করিয়া টাকা দিয়া কুলীনের ছোট মেয়ে আনিয়া কুল রক্ষা করিতে, এবং তাহার পরেই মৌলিকের বড় মেয়ে বিবাহ দ্বারা যথেষ্ট টাকা পাইতে গ্রন্থকার কায়স্থ সমাজে অনেক দেখিয়াছেন, কায়স্থ কুলীনের শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহ কে "আন্তরস" বিবাহ বলে। কায়স্থ কুলীনের "আন্ত রস" বিবাহে গৃহস্থলীর এবং কুল রক্ষার ঋণ শোধের সুবিধা যুগপৎ ঘটে।

যে কন্যাকে দিয়া কুলীনের
কুল রক্ষা পায়
সে কন্যাকে তার বাপের
'দানে" দেয়া হয়
যেথায় এরূপ মেয়ে অযুত
হ'চ্ছে বেচা কেনা,
পরের ভার হয়ে সদা
পা'চ্ছে দুখ নানা,
জন্মে সেথা ক'রতে হ'বে
তোমায় কত কাজ,
পায়রা গুলি বন্দী ব'লে
করিছ কিবা লাজ ?
নয় কি অধিক লাজের কথা
ভার এ দেশে যারা
সে দিন জাপান সভ্য, সেথা
মহা কাজের তারা !

জাপানের নাম শুনিয়া কমলা বলিয়া বসিল "জাপ্-রমণী গণের কার্য্য ও শিক্ষা কিরূপ আমাকে বল না বাবা ?"

কমলার বাবা বলিতে লাগিলেন—

## জাপ-রমণী

গার্গী মৈত্রী লীলাবতী
খনা ছিলেন যেথা,
হা ! কি পতন ! জাপ্-নারীগুণ
গাইতে হ'বে সেথা !

দর্শন ও বিজ্ঞান ল'য়ে
ছিল যাঁদের কথা
ভাবো তাঁদের মেয়ের এখন
ভরা কিসে মাথা।
দেশের জীবন মধ্য-শ্রেণী
ভাবো তাঁদের কথা
তাঁদের পতন দে'খলে লাগে
প্রাণে বড় ব্যথা।
মধ্য-শ্রেণীর হ'য়েছে এখন
কেরাণী-গিরি ভর,
মড়ায় দেন খাঁড়ার ঘা
ভার্য্যারা তার পর।
স্বামী যান আফিসে চ'লে
যা' হ'ক দু'টা খেয়ে,
পাতের শেষ গৃহিণী খান
তেঁতুল দিয়ে দিয়ে।
তারপরে এক বাড়ীতে যু'টে
পাড়ার যত মেয়ে,
দিন কাটান গয়না চুড়ি
টিপের কথা নিয়ে,
সন্ধ্যা বেলা আ'সলে বাড়ী
স্বামী দিনের পরে,
স্ত্রী দেন তার শতেক দোষ
অভিমানের ভরে।
জাপ্ রমণী প্রায় এমনি
ছিলেন ক'দিন আগে,

এখন তাঁদের কাজের কথা
চমৎকারী ল্যাগে।
জাপ্-রমণী স্বামীর কাছে
গয়না নাহি চান
তাঁরা এখন গয়না লাগি
ফুল বাগানে যান।
জাপান দ্বীপে ফুলের বাগান
বাড়ী বাড়ী আছে,
ফুলের বাগান বড় প্রিয়
জাপ্-রমণীর কাছে।
জাপ্-তরুণী ফুল বাগানে
বেড়ান হেসে হেসে
জাপ্-রমণী আমোদী সদা
স্বভাব ভালবেসে।
প্রকৃতি যেন আপন ভুলে
সবল প্রেম পে'য়ে,
সকল ফে'লে আছে সেথায়
তাঁদের সখী হ'য়ে।
সাজিয়ে তাদের কালো চুল
সাদা সাদা ফুলে
বাতাসে বসন উড়ায় আর
সরল ভাবে খেলে।
ফুলের মালা দোলায় বুকে
সাজায় মাথার বেণী,
পিঠে যেন তা' দুলে—দুলে
খেলায় কালো ফণী।

লাল নীল পাটল ফুল
সাজিয়ে থরে থরে,
ফুল-গালিচা ফুল তুলিচা
পাতে বাগান ভ'রে।
মাঝে মাঝে শয্যা ফুলের
যেন দুধের ফেনা,
সাদা রাঙ্গা পাটল ফুল
বাগান ভরা "হেনা"। *
এমনি ক'রে ফুল বাগানে
খে'লে বেড়ান যাঁরা,
রুষ যুদ্ধে দেখ আবার
করিছেন কি তাঁরা।
সমর হ'তে আহত গণে
জাহাজ ভ'রে ভ'রে,
দেশে পাঠান হ'চ্ছে সদা
আপন আপন ঘরে।
বাহকগণ জাহাজ হ'তে
দোলায় ক'রে ক'রে
নিঃশব্দে যাচ্ছে নিয়ে
প্রতি জনের ঘরে।
নিঃশব্দ জাপ-রমণী
প্রতি দোলার পাশে,
পিতা কারো, পুত্র কারো,
ভাই ফিরেছে দেশে।

---

* হেনা—জাপানী কথা—অর্থ, ফুল।



নিঃশব্দ জাপ্-রমণী প্রতি দোলার পাশে,

পুত্র কারো পিতা কারো ভাই ফিরেছে দেশে

নিঃশব্দ সবাই, কারো
জল নাই চ'খে,
হাহাকার বা আর্ত্তনাদ
কারো নাই মুখে।
হত প্রায় আপন জন
ক'রে দেশের কাজ,
গৌরব তায় মে'নে কারো
বিষাদ নাই আজ।
অর্জ্জনশীল পুরুষ যত
গে'ছেন রণ-স্থলে
জাপ্-গৃহিণী একাকিনী
দেখেন মেয়ে ছেলে।
অন্ন-কষ্ট বস্ত্র-কষ্ট
হয়েছে ঘরে ঘরে,
জাপ্-গৃহিণী সহেন তাহা
অখিন্ন অন্তরে।
যুদ্ধে যত সুকেশিনী
হয়েন পতি হারা
নিঃশব্দে মঠে গিয়ে
মাথা মুড়ান তাঁরা।
এত দিন যা ঝুলিতেছিল
সুকেশিনীর পিঠে
কাছী * হ'য়ে তা টা'নবে কামান
ঘাটে পথে মাঠে
ঘরে ঘরে জাপ্-রমণী
আহত সেবায় রত

---

* মঠে পরিত্যক্ত চুলে কাছী প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছিল।

হাস্‌পাতালে রণ-স্থলে
আছেন শত শত
রত যে যার আপন কাজে
অন্য কথা নাই,
কাজের কিবা সুশৃঙ্খলা!
বলি হারি যাই!
'গুম্‌-গুম্‌-গুম্‌ গর্জ্জে কামান
আগুন সদা ছুটে'
কড়্‌-কড়্‌-কড়্‌ শব্দে পাহাড়
যায় বা কত ফেটে।
দুম্‌-দুম্‌-দুম্‌ পড়ে গোলা
চৌদিকেতে শত,
জাপ্‌-রমণী অটল সেথা
আপন কাজে রত।
যেমন কোনো আহত জনে
আনে বাহকগণে,
সেবাকারিণী নিয়ে তা'রে
রাখেন যথা স্থানে।
কারো বা মুখে রক্ত ভরা
চিবুক ভেঙ্গে গে'ছে,
নাকটা কারো ব'সে গেছে
চক্ষু দু'টী আছে।
এক জনের পা উ'ড়ে গেছে
বাঁচার আশা নাই,
"মাগো মাগো" ডেকে বলে সে
"মা যে হেতা নাই!"

সেবা-কারিণী গিয়ে অমনি
কোলে নিয়ে তার মাথা,
বলেন 'বাবা, এইযে তোমার
মা রয়েছে হেথা।"
মায়ের কোল পেয়ে সৈনিক
মুদে আপন আঁখি
সেবাকাবিণী ছাড়েন তারে
ধড়ে প্রাণ নাই দেখি।
কারো বা এক হাত গিয়েছে
ডাক্তার তা' কাটেন,
সেবাকারিণী সঙ্গে থেকে
ব্যাণ্ডেজে তা' বাধেন।
কোনো সৈনিক অতি কাতরে
করিছে "জল, জল"!
সেবাকারিণী জল মুখে দেন
চ'খ ছল্-ছল্-ছল্।
এরূপ ঘরে রণ-স্থলে
কাজে পটু যারা
শুন এখন কি প্রকারে
শিক্ষিত হন তাঁরা।
মোদের মেয়ে শতেকে দুই
শিক্ষা নাহি পায়,
জাপ্-কুমারী প্রায় সকলি
বিদ্যালয়ে যায়।
আছে জাপানে মেয়ের পৃথক
বিশ্ব-বিদ্যালয়,

জাপ্-কুমারী তবু ছেলেদের
তুল্য হ'তে যায়।
নানা শাস্ত্র দেশের বড়
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে
অধ্যয়নে সদা রত
আছে শত মেয়ে।
কলা, চিত্র, চিকিৎসাতে
বৈদেশিক ভাষায়,
বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যেতে
ডিগ্রী তারা লয়।
বিদুষী বহু আপন দেশে
থাকেন কাজে রত
শিক্ষা দান করেন তাঁদের
শ্যাম ও চীনে কত।
বাণিজ্যের ডিগ্রী নিয়ে
আফিস্ চালান শত
রাজ-পুরুষের ভার্য্যা হ'য়ে
করেন কাজ কত।
রাজ-পুরুষ সভায় যান
রাজ কার্য্য তরে,
গৃহিণী যান সওদাগরী
আফিস্ চালা'বারে
সন্ধ্যা হ'লে উভয়েতে
আসেন ফিরে ঘরে ;
দেশের কথা নিয়ে বসেন
বিশ্রামের তরে।

## আকাঙ্ক্ষা (AMBITION)

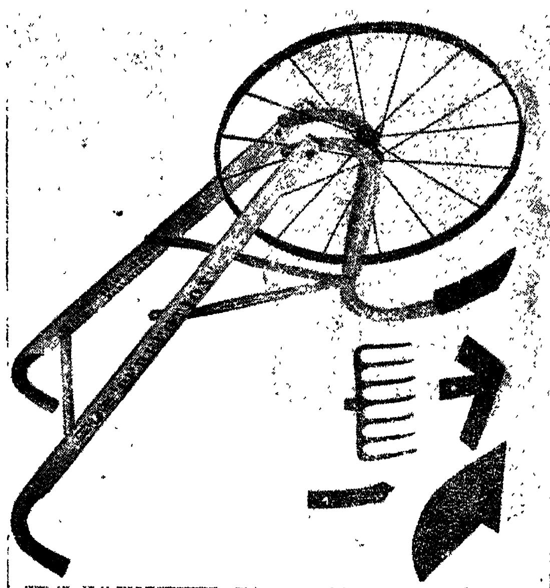
জাপানের কথা শেষ করিয়া কমলার বাবা বলিলেন "তোমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় এখন গান করিয়া আমাকে শুনাও দেখি ?" তখন কমলা ও বুল্‌বুল্‌ সমস্বরে এই গান আরম্ভ করিল ;—

বিজ্ঞান আর শিল্প, কৃষি,
শি'খব ভালো ক'রে,
তিন বিষয়ে এম্‌, এ, হ'ব,
নয় চাকুরি তরে।
নেব আমরা অযুত বিঘা
জঙ্গল আর মাঠ,
ক'রব তা'তে নূতন ক'রে
গোঠ, পথ, ঘাট।
মাঝে মাঝে ক'রব ঝিল,
ফু'টবে ফুল তায়,
ঝির্‌-ঝির্‌-ঝির্‌ বইবে বাতাস
সুবাস মেখে গায়।
প্রতি ঝিলের কোণে কোণে
ব'সবে পাম্প কল
ফোঁস্‌-ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ শব্দে তারা
তু'লবে কত জল।

সুস্থ সবল শরীর হবে
বেড়া'য়ে সবুজ ঘাসে
কেবল ঘরে বদ্ধ কাজে
অকাল জরা আসে।
ব্যারিষ্টার বা সিভিলিয়ান
হ'তে সাধ নাই,
সিন্-সিনেটাস্ * হেন দেশের
কৃষক হ'তে চাই।

---

* সিন্-সিনেটাস্ (Cincinnatus) রোম প্রজাতন্ত্র রাজ্যের একজন সভাপতি (President) ছিলেন। ১২ বিঘা মাত্র ভূমি তাঁহার নিজ সম্পত্তি ছিল। তাঁহার সভাপতিত্বের সময় অতিবাহিত হইলে তিনি দূর পল্লীগ্রামে গিয়া সেই সামান্য ভূমি কর্ষণ দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে অপর রাজ্যের সহিত রোম রাজ্যের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় রোমকগণ শত্রু কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইলেন। তখন প্রজাতন্ত্র সভার সভ্যগণ (Senators) সিন-সিনেটাসের অনুসন্ধানে সেই দূর পল্লীগ্রামে গিয়া দেখেন যে তিনি স্বীয় পত্নীর সাহায্যে স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছেন! অনন্তর সভ্যগণ সিন্-সিনেটাসকে পুনরায় দেশসেবায় আহ্বান করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের অনবসান কাল পর্য্যন্ত রোম রাজ্যের একাধিপতি (Dictator) নিযুক্ত করিলেন। সিন্‌সিনেটাস্ রোমে উপস্থিত হইয়াই আদেশপ্রচার করিলেন যে যুদ্ধের উপযোগী বয়স্ক সমস্ত রোমককে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পাঁচ দিনের আহার লইয়া মার্স নামক ময়দানে সমবেত হইতে হইবে। রোমকগণ তাহাই করিলেন। সেই নবগঠিত সৈন্যদলের সাহায্যে সিন্‌সিনেটাস্ অবিলম্বে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সেই দূর পল্লীগ্রামস্থ সামান্য ভবনে প্রত্যাগমণ পূর্ব্বক স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।



কলের লাঙ্গল।—ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ফলক লাগাইয়া ক্ষেত চষা এবং ক্ষেতে আঁচড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ হয়। ইহা আমেরিকায় খুব প্রচলিত।

কলের লাঙ্গল রা'খব মোরা  
চ'সব ক্ষেত কলে,  
ভুঁই নিড়ান আঁচড়া দেয়া  
হ'বে কলের বলে।  
শীত বসন্তে রাই মটরে  
মাঠ ভ'রে যাবে,  
লক্-লকে গাছ উ'ঠবে তা'তে  
কত বা ফুল হ'বে।  
নিযুত রাই সরিষা গাছ  
হলদে টুপী প'রে।

কমলার গান।

আপন বলে দাঁড়িয়ে রবে
শতেক বিঘা ভ'রে।
থা'কবে হাজার মটর গাছ
মাঝে মাঝে তার গায়,
গুণহীন জনে যথা
ধনীর কাছে রয়।
আবার কৃতী পুরুষ হেন
মটর গাছ কত
আপন বলে দাঁড়াবে জুড়ে
বিঘা এক শত।
সন্ধ্যা বেলা দে'খব ব'লে
সে'রে দিনের কাজ
মটর ক্ষেত মোদের তরে
প'রবে ফুলের সাজ।
মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ,
মুক্ত আপন মন
তোষে যাহে সুবাস দিয়ে
স্বয়ং ফুলের বন,
সুস্থ সবল শরীর, খেলা
প্রকৃতির কোলে,
এমন ধন সহরে নাহি
ধনীর ঘরে মিলে।

কাপাসের চাষ।

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাসে
কলের লাঙ্গল নিয়ে,
তূলার ক্ষেত ক'রব পা'ট
তিন কুড়ি চাষ দিয়ে।
চাষে চাষে ক্ষেতের মাটি
ক'রে ফে'লব ধুলা;
"শতেক চাষে মুলা আর
তার অর্দ্ধেক তূলা,
তার অর্দ্ধেক ধান আর
বিনা চাষে পান।"
খনার এই বচন মোরা
ক'রব নাকো আন।
ঢাকা মস্‌লিন এক কালে যা'
দেশ বিদেশে যে'ত,
তা'রও মিহি তূলার সূতা
মোদের দেশে হ'ত।
এখন কিনা মিসর বিনা
ভাল তূলা না হয়
অলীক কথা শু'নে রাগে
শরীর জ্ব'লে যায়।

অন্যদেশ হ'চ্ছে সরস
ক'রে নূতন ফসল
ভারত স্থধু হ'চ্ছে নীরস
খোয়া'য়ে তার আসল।
পাঠা'ত যারা ঢাকা মস্‌লিন
রোমের ঘরে ঘরে,
তারা চায় আজ বিলাত পানে
বসনের তরে।
মিসর হ'তে এনে বীজ
দেশী বীজের সাথে,
মিশায়ে মোরা শঙ্কর বীজ*
কর'ব এক ক্ষেতে।
সার মিশায়ে কোপে কোপে
হাল্কা ক'রে মাটি,
ক'রব তায় চারার তরে
ভাটী † পরিপাটী।

---

* মার্কিন ও মিসর দেশ হইতে এখন উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার বীজ আনিয়া এক ক্ষেতে বুনিলে বিভিন্ন জাতীয় গাছের ফুলের পরাগ বাতাসে এবং মৌমাছি প্রভৃতি দ্বারা মেশামিশি হইয়া যায়। তাহার ফলে এদেশের উপযোগী অতি। চমৎকার শঙ্কর বীজ উৎপন্ন হইতে পারে।

† প্রথমে যে অল্প জমিতে চারা প্রস্তুত করিয়া তাহা পরে ক্ষেতে লাগান হয় সেই জমিকে "ভাটী" বলে।

শঙ্কর বীজ ভাটীতে দিয়ে
সবল ক'রে চারা,
লাইন ক'রে লাইন ক'রে
ক্ষেতে লাগা'ব মোরা
সরল রেখা সমান গলি
মাইল মাইল যাবে,
তিন-মোহানা চৌ-মোহানা
কতই তায় হ'বে।
গলি কত মি'লবে হ'য়ে
সম-চতুর্ভুজ, *
গলি কত মি'লবে ক'রে
কোথাও বা ত্রিভুজ।
জ্যামিতির ক্ষেত্র নানা
রেখা পাতে পাতে
হ'য়ে আছে, দে'খব কত
ঘু'রব যবে ক্ষেতে।
বাতাস কলে উ'ঠবে জল
দম্‌কা বাতাস হ'লে :

---

* সম-চতুর্ভুজ ◻ এবং ত্রিভুজ △
জ্যামিতির দুই শ্রেণীর ক্ষেত্র



বাতাস কল (Wind Mill)। ইহা কুয়ার উপর বসান আছে। বাতাসে ইহার পাখা ঘুরিতেছে। তাহাতে একটী পাম্প্-কল চলিতেছে। পাম্প্-কলে কুয়া হইতে জল উঠিতেছে। ইহা আমেরিকায় খুব প্রচলিত।

থা'কবে তাহা, কপাট-কলে *
বাঁধা ঝিলের কূলে।
মাসে দু'বার কপাট কল
খুলে দেব যবে,
ছু'টবে জল নালায় নালায়
কল্-কল্-কল্ রবে।

---

* কপাট-কল—Sluice। বেহারে ও উড়িষ্যায় গভর্ণমেণ্টের যে ক্ষেতে জল দিবার ব্যবস্থা আছে তাহাতে ইঞ্জিনিয়ারগণ কপাট কলে জল বন্ধ রাখিয়া কৃষক-দিগকে প্রয়োজন মত জল দেন।

জমি আবার শুষ্ক হ'লে
কলের লাঙ্গল ঘুরে
গলি গলি ফি'রবে মাটি
উলট্ পালট্ ক'রে।
চারা যখন সতেজ হ'য়ে
দু'হাত বেড়ে যাবে
বড় কাঁচি দিয়ে তখন
তাদের প্রুনিং * হ'বে।
প্রুনিং হ'লে বহু ডালে
ঝাড়া'ল হ'বে চারা,
আশ্বিনেতে সে সব ডাল
ফুলে হ'বে ভরা।
খবর পেয়ে মধুর মাছি
আ'সবে বেঁধে ঝাঁক
ক্ষেতের কাছে জঙ্গলেতে
ক'রবে মৌচাক।
জঙ্গলে খুব যত্ন ক'রে
রা'খব মৌচাকে †

* প্রুনিং ( Pruning )—গাছ ছাটা। ইহাতে গাছ ঝাড়াল হইয়া তাহাতে অনেক ফল ধরে।

† ইউরোপের আধুনিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গাছের ফুলে যত বেশী মৌমাছি আসিবে তাহার ফল তত বেশী ও পুষ্ট হইবে। তজ্জন্য আজকাল ইউরোপের অনেক ফলের বাগানে মৌমাছি প্রতিপালন আরম্ভ হইয়াছে।

কাপাস ক্ষেতে আসে যা'তে
মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে।
ফুল্ল কুসুম দুলে দুলে
নিত্য সকাল বেলা,
মৌমাছি আর অলির সনে
ক'রবে কত খেলা।
ফুলে ফুলে যাবে তারা
গুন্-গুন্-গুন্ রবে,
নানা ফুলের পরাগ তায়
মেশা মিশি হ'বে।
তাহে হ'বে ফুলে ফুলে
পুষ্ট কাপাস ফল,
পাতার কোলে ডালে ডালে
ক'রবে টল্—টল্।
পৌষ মাসে টল্-টলে্ ফল
ফা'টতে সুরু হ'বে,
তু'লতে সে ফল কোল সাঁওতাল
কিশোরী * কত যাবে।
আনন্দ আর স্বাস্থ্য ভরা
সাজিয়ে রূপের ডালা,

* কাপাসের ফল তোলা স্ত্রী-মজুর দ্বারাই ভাল হয়। অথচ তাহাদের বেতন পুরুষের অপেক্ষা অনেক কম।

উ'ঠলে রবি নিত্য ক্ষেতে
যাবে হাজার বালা।
মুক্ত বাতাস পেয়ে তারা
মুক্ত আকাশ তলে,
কাণে মাথায় লাগিয়ে ফুল
ছু'টবে প্রাণ খুলে।
কলির মত কিশোরী শত
বেড়াবে তুলে ফল
ঝুড়ি নিয়ে ছু'টবে আর
হা'সবে খল্ খল্।
সারাদিন হেসে খেলে
ঝুড়ি বোঝাই ক'রে,
বেলা গেলে দলে দলে
ফি'রবে সবে ঘরে।
সন্ধ্যা হ'লে আগুন জেলে
পুরুষ নারী মিলে,
নাচে গানে মত্ত হ'বে
সবে আপন ভুলে।
"সাম-লিয়া, রস- বতী" *
ব'লে সুর তু'লে,

---

সামলিয়া—কৃষ্ণ। রসবতী—রাধা। ইহার "স" এর উচ্চারণ কতকটা "ছ" এর মত হইবে।

মিলা'য়ে গলা গাইবে গীত
কতই হেলে দুলে।
তা, ধিন্-ধিন্ তা, তিন্-তিন্,
মাদল মধুর বোলে,
বা'জবে আর না'চবে তারা
তালে—তালে—তালে।
সেজে নানা বনের ফুলে
হাতে হাতে ধ'রে
কতরঙ্গে না' চবে তারা
ঘুরে—ঘুরে—ঘুরে।
নাচবে গলা ধ'রে আবার
জোড় মিলে মিলে,
ঠ—ম—কে, ঠমকে কিবা,
মাদলের তালে।
দাঁড়িয়ে ব'সে উপুড় হ'য়ে
অপূর্ব্ব তাণ্ডবে,
বা'জবে নূপুর মধুর্ মধুর্
রুণু-রুণু রুণ্ রবে।
প্যাঁপো প্যাঁপো প্যাঁপো বাঁশী
ঢা'লবে সুধা কাণে
সা-রি-গা-মা-পা-ধা-নি-সা
স্বর তারা না জানে।



সে'জে নানা বনের ফুলে হাতে হাতে ধ'রে

কত রঙ্গে নাচে তারা ঘুরে ঘুরে ঘুরে।

তূলা গুদাম জাত করা

কর্ম্মশালে ছা'ড়িয়ে খোসা

ফেলে জিনিং কলে *

তূলার বীচি ছাড়ান হ'বে

অতি সুকৌশলে।

থা'কবে তূলা গুদাম জাত

হ'য়ে গাইট শত

দেশ বিদেশে চালান হ'বে

সুযোগ মত মত।

## গাভী ও ছাগ।

মোদের দেশে গাভী যত

হ'চ্ছে ক্রমে নিরস

ইউরোপের গাভী সকল

দিনের দিন সরস।

শু'নলে ইহা মোদের মনে

বিশ্বাস না হয়,

বিলাতে গাভী আ'ধ মণ দুধ

সচরাচর দেয়।

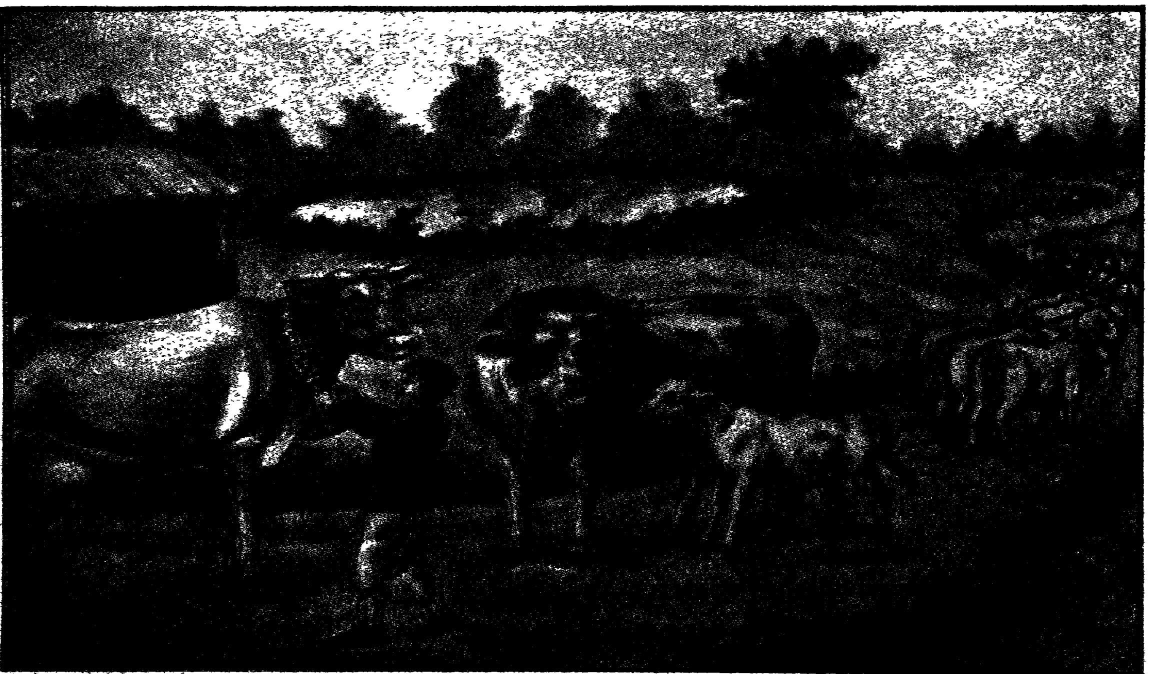
---

* জিনিংকল (Ginning machine) এই কলে অতি সহজে তূলার বীচি পৃথক করা যায়।

এখন মোদের ছাগের দুধ
এক আ'ধসের হয়,
সুইজ দেশে ছাগে দুধ
তিন চা'র সের দেয়।
বিলাতে লোকে মুগ্ধ মোদের
যমুনা পারির * গুণে
হ'চ্ছে নিরস ক্রমে তা'রা
মোদের যতন বিনে।
রা'খব মোরা দু'পাঁচ শত
গাভী আর ছাগ,
টিকেট্ দিয়ে টিকেট্ দিয়ে
ক'রব তার ভাগ।
ছোট বড় ঘণ্টা নানা
বেঁধে দেব গলায়,

---

* যমুনা নদীর তীরে অতি উৎকৃষ্ট এক জাতীয় ছাগল আছে তাহাদিগকে 'যমুনা পারী' বলে। তাহারা সচরাচর /২॥ সের /৩ সের দুধ দেয়। যত্ন অভাবে এখন এই জাতীয় ছাগল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুইজারলণ্ড্ ও জর্ম্মনিতে এখন বহু ছাগ পালন ক্ষেত্র Goat farm) হইয়াছে। তাহার এক এক ক্ষেত্রে সহস্রাধিক ছাগ প্রতিপালিত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের দুধ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, ছাগলের পক্ষে তিন চারি শের দুধ দেওয়া এখন তথায় সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষ, ও নিউবিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় ছাগল লইয়া নিজেরা এক অপূর্ব্ব জীবের উৎপত্তি সাধন



ছোট বড় ঘণ্টা নানা বেঁধে দেব গলায়,

রাখাল তায় বুঝবে যদি জঙ্গলে কেউ পালায়।

রাখাল তায় বুঝবে যদি
জঙ্গলে কেউ পালায়।
টুন্—টুন্—টুন্, শব্দ ক'রে
গাভারা গোঠে যাবে
রাখাল সব ছু'টবে সাথে
হাই—হাই—হাই রবে।
পশুরা যবে খাবে ঘাস
ধীরে—ধীরে—ধীরে
খে'লবে তারা ডাণ্ডা গুলি
গাছের তলা ভ'রে।
শিক্ষা যাহা হবে মোদের
উদ্ভিদ—বিজ্ঞানে
লাগা'ব তার কিছু গোচর-
ভূমি নির্ব্বাচনে।
ক'রে গোচর, টীলা, পাহাড়
ভরা যা' ঝোপে, গাছে,

---

করিয়াছেন! তাঁহাদের এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির কথা শুনিয়া আমরা কেবল প্রশংসা করিতেছি। আমাদের প্রতিভাশালী যুবকদের আকাঙ্ক্ষা (Ambition) এইরূপ মনুষ্যত্ব লাভের দিকে যাইতেছেনা! দেশের কত প্রতিভাশালী যুবক ব্যারিষ্টার আদি হইয়া কৃতীত্ব লাভের উদ্যমে সমস্ত শক্তি ও পিতৃ সঞ্চিত অর্থ পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন!

বিষাক্ত গাছ যা' কিছু তার
ফেলব তুলে বেছে ।
বিজ্ঞানের শিক্ষা মত
সরস ঘাস তায়
ক'রব চাস যা'তে গাভীর
অধিক দুধ হয় ।
খাদ্য আছে যা'তে গাভী
সুস্থ সবল রয়
কিন্তু তায় তাদের কভু
দুধ বেশী না হয় ।
বিজ্ঞানের শিক্ষা মত
খোরাক দেব মোরা
গাভী যা'তে সুস্থ রবে
দুধে পালান ভরা ।
আ'ধমণ দুধ মোদের গাভী
সকল সময় দেবে
ছাগের দুধ তিন চা'র সের
সকল সময় হ'বে ।





Printed at the ARYAN Press, 44, Amherst street, Calcutta.